দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 JUL 1986
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

জায়ফরনগর জুনিয়র স্কুলে জালিয়াতি

কুলাউড়া (মৌলভী বাজার), ৫ জুলাই (সংবাদদাতা)।—ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, তহবিল তছরূপ ও জালিয়াতির মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক জায়ফর নগর জুনিয়র হাই স্কুলটিকে ধ্বংসের পথে দাঁড় করিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মৌলভী বাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার জয়ফর নগর জুনিয়র হাই স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষস শ্রী নিবারন চন্দ্র নাথ ৮৪ ইংরেজীর প্রথম দিকে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকে স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, তহবিল তছররুপ ও জায়িাতি করে সরকারী টাকা আত্মসাত করে যাচ্ছেন।

অভিযোগে তার দুর্নীতির কিছু নমুনা হিসেব জানাযায়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিদপ্তরের মঞ্জরী আদেশ নং-জনতা ব্যাংক জুড়ি RIC. 79:263:84 মেমো ইস্যুর তাং 1-7-84 ইংরেজী মোট ২১,৮৩৫.২০ টাকার মধ্যে শিক্ষকগণের বেতনের মোট প্রাপ্য ১০,০৬৬.২০ টাকার পরে ভূলক্রমে বাড়তি আসা ১১৭৬৯.০০ টাকা একজন সহকারী শিক্ষকের সহায়তায় ৪.০০ টাকা মূল্যের ১টি স্ট্যাম্পে (নং—০১১০২৬৭) অন্য ক'জন শিক্ষকের দস্তখত জাল করে জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাত করে ফেলেন। যদিও সুস্পস্টভাবে আদেশটিতে ভূলক্রমে বাড়তি টাকা এসে গেলে ফিরিয়ে দেবার কথা উল্লেখ ছিলো।

একইরূপে পরবর্তীতে তিনি বেতনের চাহিদা জানিয়ে ১টি পত্র লিখেন, পত্রে তিনি ১০,০৬৬.২০ টাকার স্থলে অসৎ উদ্দেশ্যে টাকার অংক বাড়িয়ে পূর্বে ভুলে আসা ১১,৭৬৯.০০ টাকার হিসাবসহ মোট ২১,৮৩৫.২০ টাকার চাহিদার হিসেব প্রদান করেন।

সেমতে মঞ্জুরী আদেশ নং—জনতা ব্যাংক জুড়ি R.I.C 328: 1-12-84 ইং মোট ২১,৮৩৫.২০ টাকা আসে। পুর্বের মত প্রধান শিক্ষক ও ঐ টাকাগুলো ব্যাংক থেকে তুলে নিয়ে ক'জন সহকারী শিক্ষকের সহযোগীতায় আত্মসাত করে ফেলেন।

এছাড়া আবর্তক মঞ্জুরীর (মেমো নং—M-H-B: 79:85/405 তাং ১-৮-৮৫ ইং মোট ১৫০০.০০ টাকা ও আত্মসাত করে নিয়েছেন।

উক্ত জায়ফর নগর জুনিয়ার হাইস্কুলের সাবেক সহকারী শিক্ষক আব্দুস সামাদ ওরফে কলা মিয়া বিগত ২১-২-৮৪ ইং তারিখে পদত্যাগ করে অন্যত্র চলেগেলে তার বেতনের টাকাগুলো উঠানোর সুবিধার জন্যে প্রধান শিক্ষক তার নিকটতম আত্মিয় শ্রী মনিন্দ্র কুমার নাথকে নিয়োগ দেখিয়ে টাকা উঠাতে শুরু করেন। অদ্যাবধি তার নামে টাকা উঠিয়ে প্রধান শিক্ষক নিজে আত্মসাত করে যাচ্ছেন। যদিও শ্রী মনিন্দ্র কুমার নাথকেই উপজেলার দিলদার পুর হাইস্কুলে প্রধান করনিক হিসেবে ১৯৮৩ ইং থেকে অদ্যাবধি দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

অপর দিকে স্কুলটিতে শিক্ষা স্বল্পতা ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার দারুণভাবে ব্যাঘাত হলেও নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে না।

স্কুলটিতে কোন পিয়ন নেই। ফলে, দারুণভাবে অব্যবস্থা দেখা দিয়েছে। অথচ কোন পিয়ন না রেখে তছির আলী নামক এক ব্যক্তিকে পিয়ন দেখিয়ে টাকা উঠিয়ে আত্মসাত করে ফেলা হচ্ছে বলে অভিযোগে উল্লেখ আছে।

অপর দিকে বর্তমান শিক্ষকের নিয়োগ ও অবৈধ বলে জানাগেছে। অবৈধভাবে গঠিত একটি কার্যনির্বাহী কমিটি জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকে ও সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা তার প্রতিনিধিকে না জানিয়ে তাকে নিয়োগ-পত্র দেয়।

১৯৮৪ ইং সালে মৌলভী বাজার জেলা শিক্ষা অফিসার সাহেব স্কুলটিতে একটি তদন্ত মূলক পরিদর্শনে আসলে তার নিকট এ অনিয়ম ধরা পড়ে। স্কুল পরিদর্শন-নোটে তিনি প্রধান শিক্ষক নিয়োগে সরকারী নিয়োগ বিধিকে উপেক্ষা করা হয়েছে উল্লেখ করে সকারী নিয়োগবিধি অনুসারে নতুন প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার নির্দেশ দিয়ে গেলেও অদ্যাবধি তার এ নির্দেশ কার্যকরী হয়নি।

শিক্ষা তহবিল থেকে যে সরকারী বাড়তি টাকা গ্রহণ করা হয়েছে তা ফেরৎ এবং অন্যান্য অনিয়ম দুর করার জন্যে বর্তমান কার্য নির্বাহী কমিটি প্রধান শিক্ষককে নির্দেশ দিলে প্রধান শিক্ষক তার অনুগত শিক্ষাদের সাথে পরামর্শ করে গত ১৬ মে থেকে বিদ্যালয়ে বেআইনীভাবে শিক্ষক ধর্মঘট শুরু করেন।

এ নিয়ে জুনের প্রথম সপ্তাহে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারণ একটি সভা করে এর প্রতিবাদ করলে অবস্থা বেগতিক দেখে তারা তাদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়।

উপরোল্লেখিত অভিযোগসমূহের সুষ্ঠু তদন্ত করে স্কুলটির উন্নয়নের স্বার্থে যথাযথ বিধি-ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ নেবেন বলে সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসী আশাবাদী।